তারিখ 07 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

দৈনিক
ইত্তেফাক

২০০৪ থেকে এসএসসিতে সেমিস্টার ॥ গ্রেডিং পদ্ধতিতে সংস্কার

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ছয় মাসের মধ্যে স্কুল-কলেজে শিক্ষক সংকট দূর হবে। ২০০৪ সাল থেকে এসএসসিতে শুরু হবে সেমিস্টার পদ্ধতি। গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রেও আনা হবে সংস্কার। বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অংশ শতকরা ১০০ ভাগ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে অতি শীঘ্র। [illegible] (২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

২০০৪ থেকে

(প্রথম পৃঃ পর)

ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে গঠন করা হবে মনিটরিং সেল। সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গতকাল রবিবার এসব ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন, উপমন্ত্রী মোঃ আবদুস সালাম পিন্টু সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলমসহ মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১০টা-৪টা বড় কথা নয়, বড় কথা হল স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় উপস্থিতি। নির্দিষ্ট সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকতে হবে, ক্লাস-পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে আরো আন্তরিকভাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলবাজি করা যাবে না। তিনি বলেন, বোর্ডের পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়েছে। এই প্রথমবারের মত দুর্নীতিমুক্তভাবে ১৮শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও-ভুক্ত করা হয়েছে। সারাদেশে থানা পর্যায়ে ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহে বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ চলছে। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাসমূহের আর্থিক সহায়তায় বগুড়ায় 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন' প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে দলই সন্ত্রাস করুক না কেন তা বরদাস্ত করা হবে না।

এখন থেকে মেধাবীরাই হবে শিক্ষক

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশের হামলা, বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সনি হত্যার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোকে (৮টি) অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেয়া হবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাই এখন থেকে গুরুত্ব পাবে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রমে অংশ নিতে হবে বলে প্রতিমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

বিলো স্ট্যান্ডার্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, দেশের প্রায় ৮৭% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, স্ট্যান্ডার্ড এ+ প্রতিষ্ঠান ৫৯৭টি (২.৬০%), স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ এ ৬৯৩১টি (৩০.২৬%), স্ট্যান্ডার্ড বি ৭০৬৭টি (৩০.৮২%) এবং নিম্নমান অর্থাৎ বিলো স্ট্যান্ডার্ড স্কুল-কলেজ রয়েছে ৮৩৩০ (৩৬.৩২%)টি।